Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১২ এপ্রিল , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১১ এপ্রিল,২০১৬, সোমবার, ২৮ চৈত্র,১৪২২

মানুষের জোট জিতবে : সূর্য মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রী এখন হুমকি দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী তিনদিন। দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। ১৯ তারিখের পর আমি বলি আপনারাই দেখবেন ওনাকে। এখন যারা বুথ পাহাড়া দিচ্ছেন তারাই তৃণমূলের বাড়ি বাড়ি পাহাড়া দেবেন। দেখবেন যেন তাদের গায়ে হাত না লাগে। গত পাঁচ বছরে বামপন্থীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা যেন অন্য কারও ক্ষেত্রে না হয়। কোনো আঁচড় যেন না লাগে। এমনই শান্তির বার্তা দিয়ে গেলেন সূর্যকান্ত মিশ্র বর্ধমানের দেওয়ানদিঘিতে নির্বাচনী সভায় মানুষের উদ্দেশ্যে। বর্ধমান উত্তরে দেওয়ানদীঘিতে জোট প্রার্থী অপর্ণা সাহা এবং ভাতার কেন্দ্রে বামাচরণ ব্যানার্জীর সমর্থনে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

এখানেই জননেতা প্রদীপ তা এবং কমল গায়েনকে তৃণমূলিরা ২০১২ সালে প্রকাশ্য দিনের বেলায় নৃশংসভাবে খুন করে। এই দুই শহিদের কথা স্মরণ করে বলেন, এরাই আমাদের মুখ। এই রক্তমাখা মুখের কথা মনে রেখে বুথে বুথে দুর্গ গড়ে তুলুন। তাঁরা ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতেন। তাদের সাহসের কথা মনে রেখে ভোট লুট আটকে দিন। তাহলেই তাদেরকে মনে রাখা হবে। সন্ত্রস্ত এলাকা থেকে ভয়কে জয় করে এদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন।

শ্রী মিশ্র বলেন, ভোট লুট করতে এলে বিষদাঁত ভেঙে দিন। মানুষের জোটে রং বাছবেন না। হাজার হাজার তৃণমূলি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। তাদের জায়গা করে দিতে হবে। নিজের দুর্গ নিজেরা সামলান। আমরাই পারবো স্বৈরাচারী দুর্গকে ভেঙে মিশিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করতে। সবার কথা বলার অধিকার থাকবে। মানুষের জোট তৈরি করবো। ওরা সব ভেঙেছে। পঞ্চায়েত, সমবায়, স্কুল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সব ভেঙে দিয়েছে। সব শেষে বিবেকানন্দ সেতু উড়ালপুল ভেঙেছে। আমরা মানুষের জোট করে গড়তে চাই। আমরাই দু'টাকা কেজি চাল দেওয়া শুরু করেছিলাম। তখন কেন্দ্রের কোনো সাহায্য মেলেনি। পরে কেন্দ্র আইন করে খাদ্য সুরক্ষা আইন করে। তাতেও সংসদে বামপন্থীদের ভূমিকা আছে। উনি সাদা কার্ড, লাল কার্ড, দশ রকম ফর্ম ভর্তি করাচ্ছেন। আমরা এলে কোনো রং-এর ফর্ম লাগবে না। শুধুমাত্র আয়কর দেওয়া লোক ছাড়া সবাই চাল পাবে। নতুন সরকার এলেই সমস্ত পদে শিক্ষক নিয়োগ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ৭৫ লাখ চাকরীর দাবি নিয়ে প্রদীপ তা, কমল গায়েনের খুনিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের পরিবারের একজনের চাকরি হয়েছে? আর যদি চাকরি না হয়ে থাকে, আমাদের ঝাণ্ডা ধরুন। প্রথম দফার ভোট প্রসঙ্গে শ্রী

এরপর চারের পাতায়

দ্বিতীয় দফার ভোট : আশঙ্কা সত্যি হলো

সন্ত্রাসকে উপেক্ষা : দীপ্ত মানুষের ঢল বুথে বুথে

দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বুথে ভোটদাতাদের লাইন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১১ এপ্রিল : প্রচণ্ড গরম, শাসকের রক্তচক্ষু, রক্তস্নাত হামলা সত্বেও জেলায় ভোট দান হয়েছে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে। কুলটিতে মহিলা ভোটারকে চড় মারা হয়েছে, বারাবণির পাঁচগাছিয়ার পাঁচটি বুথেই অবাধ ছাপ্পা চালিয়েছে শাসকদল। জামুড়িয়ায় যেমন রক্তাক্ত হয়েছেন পোলিং এজেন্ট তেমনি সাত্তর গ্রামে সিপিআই(এম) সমর্থক দুর্গা বাউরির বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের দাপটে সংবাদকর্মী, অগ্নি নির্বাপক সংস্থার কর্মী এমনকি প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের লোকজনরাও কাজে বাধা পেয়েছেন। আসানসোল উত্তরে প্রার্থী ও তার এজেন্টকে হেনস্থা করেছে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের সুভাষপল্লী বেনাচিতি এলাকায় বাড়িতে গিয়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ জীবন-মরণ পণ করে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রয়োগ করতে ভোটকেন্দ্রে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। সকালে দু-চারটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সত্ত্বেও এদিন দুপুর পর্যন্ত জেলার ভোট আপাতত শান্তিপূর্ণ ছিল। বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোটপর্ব চলেছে শান্তিপূর্ণভাবেই।

এরপর চারের পাতায়

আশঙ্কা জেলা সিপিআই(এম)-এর

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ছায়া

জামুড়িয়ায় আহত পোলিং এজেন্ট জীবন রুইদাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ এপ্রিল : ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ছায়া এবারও দেখছে সি পি আই(এম)। ১১ এপ্রিল শিল্পাঞ্চলে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের আগের দিন ১০ এপ্রিল সি পি আই(এম) জেলা দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক এবং রাজ্য নেতা অমল হালদার। নির্বাচন কমিশন অতীতে যেভাবে গর্জেছে সেভাবে বর্ষায় নি। তার প্রমাণ গত ৪ এপ্রিল জঙ্গলমহলের ভোট। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ বুথে ঢোকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্নের মুখে। কমিশন ত্রুটি স্বীকার করেছেন। শিল্পাঞ্চল ভোট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড বর্ডার সিল করার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। ফলে বেআইনি অস্ত্রের মজুতভাণ্ডার তৈরি হয়েছে শিল্পাঞ্চলে। বহিরাগত দুষ্কৃতীরা হোটেল, রেস্তেরায় ঠাঁই নিয়েছে । সেভাবে রেড করার ভূমিকা নেয়নি। নির্বাচন কমিশনের একাংশ, বিশেষ করে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পর্যবেক্ষক প্রশ্নের মুখে। মাইক্রো অবজারভারদের সভায় ছোটখাট ঘটনায় অভিযোগ না জানাতে আবেদন করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রথমে রুট মার্চ করার পর মানুষের ভীতি যতটা দূর হচ্ছিল আবার চলে যাওয়ার পর রাজ্য পুলিশের সামনেই বিরোধীরা মার খাচ্ছে। এ ব্যাপারে কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। অভিযোগে জানা যায় কুলটি, আসানসোল, বারাবনি, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদহ প্রভৃতি থানার আই.সি অথবা ও.সি-র তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগসাজস আছে। ভোটলুট করার ছক

এরপর চারের পাতায়

২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ : জয় অবশ্যই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান থেকে শরিফাবাদ আবার শরিফাবাদ থেকে বর্ধমান। এভাবেই নাম পরিক্রমা বর্ধমানের। বর্ধমান শহরের ৩৫টি ওয়ার্ড নিয়ে এই কেন্দ্রে ভোটার ২,৩৮,৫৯১ জন। মূলত বর্ধমান রাজ এবং কংগ্রেস সংস্কৃতিতে আবদ্ধ এই শহরে বাংলার শস্যভাণ্ডার গ্রামীণ বর্ধমানের প্রাণকেন্দ্র। শহরের বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত আসা জনস্রোত-এর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য সমাজ রাজনীতিকে প্রতিনিয়ত সজীব রেখেছে। গ্রাম বাংলা থেকে আসা এই জনস্রোত গত ক'বছরে খণ্ডিত, কারণ তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা এবং প্রশাসন বাস পরিবহন ব্যবস্থাকে সীমাহীন আগোছালো করে দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের শহরে ঢোকার সময় হয়রানি এবং পয়সা সবই এক গাড্ডায় এনে ফেলেছে। মানুষের হয়রানি বেড়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি

হচ্ছে। দামি আর্ট পেপারে ছাপা একটি ঝলমলে প্রচার পত্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচারকবাহিনী বিলি করছে মানুষের কাছে। প্রথমেই হোচট খেলাম শ্রী চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে... ইত্যাদি। জানতাম আশীর্বাদ তো বড়রা ছোটদের করে। প্রার্থী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবে থেকে ছোট হলেন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে। অবশ্য উনার তো দিদি। কাজের ফিরিস্তি দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী। শহরের ৪৬টি স্থানে আলোকস্তম্ভ স্থাপন করেছেন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। এর বিদ্যুতের বিল তো দিতে হবে বর্ধমানবাসীকেই। ঘড়িঘর মোটেই কোন গাম্ভীর্য নিয়ে আসেনি। যেমন রাজবাড়ির ঘড়িটি বন্ধ হয়ে আছে সেটিকে সারানোর ব্যবস্থা করা হয়নি।

এ রাজত্বে গেট তৈরির ধুম লেগেছে। শহরের যত্রতত্র বেমানান কটি গেট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। আমরা তো বিশ্বের নানা জায়গার প্রবেশদ্বার দেখি তাদের কারুকার্য আমাদের মুগ্ধ করে। বি সি রোডের ফুটপাত বেদখল হয়ে গেছে দোকানিদের হাতে। পথচারীরা রাস্তা দিয়ে গাড়িঘোড়া বাঁচিয়ে কোনো ক্রমে পথ চলেন। শহরের গর্ব বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ও পুরসভা এক বছরেই দুর্নীতেতে বেআব্রু হয়ে পড়েছে। সমস্ত পরিষেবা প্রশাসনের তুঘলকি সিদ্ধান্তে আজ বিদ্ধস্ত। খাগড়াগড় আজ এক কুৎসিত চক্রান্তের ময়দানে বর্ধমানের নামকে কলঙ্কিত করছে।

এই সবের বিরুদ্ধেই জোটপ্রার্থী সি পি আই(এম)-এর আইনুল হক প্রচার করছেন উদয়াস্ত মানুষের দোরে দোরে। প্রচুর কর্মী থাকছেন সঙ্গে। আস্তে আস্তে ভয়ের কারা ভেঙে মানুষ এগিয়ে আসছেন জোট মিছিলে আইনুল হকের সঙ্গে।

শহরের অনেক জায়গাতেই বামেদের 'দেওয়াল লিখন' লিখতে দেয়নি। সামান্য কিছু পোস্টার দেওয়াল লিখন দেখা যাচ্ছে। বিপরীতে শাসক দলের ফেস্টুনে ফেস্টুনে শহরের

এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১১ এপ্রিল, ২০১৬

নির্বাচন কমিশন কি পারচেজড ?

পাঁচ বছরে রাজ্যে তৃণমূল সরকার শুধু কৃষিব্যবস্থাকে নয়, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, সামাজিক পরিষেবাকে তছনছ করে দিয়েছে। ফসলের দাম না পেয়ে চাষিরা আত্মহত্যা করেছে। চলছে চা বাগানে শ্রমিকদের মৃত্যু মিছিল। মহিলাদের অত্যাচার ও খুনের ঘটনায় রাজ্য সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে সারদা, নারদার টাকায় ফুলেফেঁপে ওঠা তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী বুঝতে পারছে মানুষ অত্যাচার মুখ বুজে সইবে না। তাই এক দিকে মিথ্যা উন্নয়নের ফানুস ফোলানো হচ্ছে অন্যদিকে সন্ত্রাস বাড়িয়ে সাধারণ মানুষ যাতে ভোট কেন্দ্রে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন মুখে বড় বড় কথা বললেও নির্বাচনী ব্যবস্থা রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

আজ রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটে জেলার শিল্পাঞ্চলের ৯টি কেন্দ্রে ভোট। আসানসোল ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে রাজ্যে বিরোধী নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে আগাম জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী বা নির্বাচন কমিশন তার ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ। আজ সকালে ভোট শুরুর সময়ই জামুড়িয়ায় সিপিআই(এম) প্রার্থীর দুজন পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢোকার মুখে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী লাঠিপেটা করে মাথা ফাটিয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরে বুথের পাশেই তাজা বোমা দেখিয়ে ১৫/২০ জন তৃণমূলের দুষ্কৃতী মহিলাদের বুথে ঢুকতে দেয়নি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় তাঁদের মুখ দেখা গেছে। মহিলারা মিডিয়াতেই প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন যে তৃণমূল তাঁদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। তবু পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক থেকেছে। অভিযোগ গতকাল এলাকা টহল না দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজনরা স্থানীয় তৃণমূলের নেতাকর্মীদের বাইকে সওয়ারী হয়ে এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। এদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত কোন বুথে কত শতাংশ ভোট পড়েছে জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেননি। প্রথম দফার ভোটে নির্বাচন কমিশন দফায় দফায় ভোটের হার সংশোধন করেও তিনদিন পরে তাও পরিবর্তন করেছে। প্রথম পর্যায়ে যেখানে ১০০ শতাংশ ভোট দেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে সেখানে মৃত ভোটারও ভোট দিয়েছেন, অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি ভোটার, তিনিও ভোট দিয়েছেন। প্রথমে বিশাল হম্বিতম্বির পর কমিশন কি পারচেজড হয়েছেন? না এই ঘটনা মমতা-মোদীর কুস্তির আড়ালে দোস্তির নমুনা?

খুন, ধর্ষণ, তোলাবাজি, দাদাগিরি, ধাপ্পাবাজি ও পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে মানুষ ছটফট করছে। কিন্তু এতো সহজে কী শাসক দল ক্ষমতা ছাড়ে? দ্বিতীয় দফার ভোটে যেন তারই পরীক্ষা হচ্ছে!

এক ডজন প্রশ্ন

১. মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজী কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? জন্ম কবে?
২. ইংল্যাণ্ডের রানি ভিক্টোরিয়া কবে ভারত সম্রাজ্ঞী হন?
৩. ভারতের কে প্রথম কবে মহাকাশ যাত্রা করেছিলেন? কোথা থেকে যাত্রা করেছিলেন?
৪. প্রখ্যাত কৃষকনেতা রামনারায়ণ গোস্বামী কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
৫. পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু কোনটি? কত মিটার লম্বা? কবে এই সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়?
৬. কার উদ্যোগে কবে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধন হয়? কে উদ্বোধন করেছিলেন?
৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কোন সাল থেকে এই দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে পালন শুরু হয়?
৮. সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রণী সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডের কবে ফাঁসি হয়েছিল? কোথায় কীভাবে ফাঁসি হয়? মঙ্গল পাণ্ডের জন্ম কবে?
৯. কমিউনিস্ট নেতা সাংসদ মেহবুব জাহেদীর কবে মৃত্যু হয়? কবে তাঁর জন্ম?
১০. 'We shall overcome'-এর স্রষ্টা পল রবসন কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
১১. জার্জিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে কবে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ এপ্রিল : প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আমরা উন্নত জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, কিন্তু প্রকারান্তরে ক্রমশ 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এই আপ্তবাক্যটি ভুলতে বসেছি। দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্যে বর্ধমান এম.ইউ.সি মহিলা কলেজে এন.এস.এস ইউনিট, ৫ বেঙ্গল গার্লস এন.সি.সি-র তরফে এম.ইউ.সি মহিলা কলেজ, রাজ কলেজ এবং রানি স্কুলের এন.সি.সি ক্যাডেটরা একটি সচেতনতা পদযাত্রার আয়োজন করে। ১৫০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পদযাত্রা কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে এবং বড়বাজার, উত্তরফটক, নতুনগঞ্জ, ইউনিভার্সিটি পরিক্রমা করে। শেষে এন.সি.সি একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল, সুজাতা রায় এবং অনিন্দিতা রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মমতা মালিক এবং সান্ত্বনা বাসু। স্থানীয় রেডক্রশ দপ্তরেও দিনটি পালিত হয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস হিসাবে। বক্তা ছিলেন ডাঃ মৈনাক মুখোপাধ্যায়। হল ভর্তি সদস্য সদস্যাগণ বিষয়টিতে অবহিত হন। প্রশ্নোত্তরপর্বটি বেশ উপভোগ্য হয়।

'কাস্তে হাতুড়ি হাত দেবে গরম ভাত'

শিবানন্দ পাল

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জিতলে মন্ত্রী হবেন, মঙ্গলকোটে দলীয় সভায় ঘোষণা করেছেন শাসক তৃণমূল দলের বীরভূম জেলার বিতর্কিত নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বিরোধী দলকে বোমা মারা, দেখে নেওয়ার হুমকি দিতে অভ্যস্ত এই নেতা এবার নির্বাচনী প্রচারপর্বে দলীয় প্রার্থীকে দলনেত্রীর কায়দায় একেবারে মন্ত্রী পদে বসিয়ে দিলেন। বোঝালেন দলের ডামাডোলের দিনে বীরভূম জেলার এই নেতা রাজ্য রাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। জানা গেল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘাড়ে শুধু বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রই নয়, বর্ধমানের তিনটি (আড্ডা সগ্রাম, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম) ও মুর্শিদাবাদের দুটি (বড়ঞ্চা এবং ভরতপুর), আরো পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থীদের জিতিয়ে আনার দায়িত্ব দিয়েছেন।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর অতি স্নেহভাজন কেষ্টবাবুর উল্কার গতিতে রাজনীতির উত্থানকে ভাল চোখে দেখেননি তাঁর নিজের জেলাতেই দলের একটি বড় অংশ। কিন্তু তিনি দিদি'র আশীর্বাদধন্য, তাই তাঁর বিরোধিতা করার সাহস কেউ দেখাননি। কেউ কেউ টিপ্পনি কেটেছেন এই বলে যে, বিধানসভায় দলের ভরাডুবির পর হয়তো আগামী দিনে দেখা যাবে তিনি ই এম বাইপাসে দলের রাজ্য কমিটির কার্যালয়টি 'একা কুম্ভ' হয়ে রক্ষা করছেন।

আসলে ২০১১ সালে মাত্র ১২৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত তৃণমূল দলের প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী, বহিরাগত সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মঙ্গলকোটে প্রার্থী হওয়ায় তিনি এবং তাঁর অনুসঙ্গীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অপূর্ববাবুকে দলের ব্লক-সভাপতির পদেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আপাতত।

খুদরুনের মাঠে এদিন পাশাপাশি বসে ছিলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, অনুব্রত মণ্ডল, তারপর একজন বাদে অপূর্ববাবু। শরীরী ভাষায় গাছাড়া ভাব স্পষ্ট। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—সবই করছেন কিন্তু তাতে যেন প্রাণ নেই। অপূর্ববাবুর অনুগামী এক নেতা বলেই ফেললেন—হবে নাই বা কেন বলুন! গত পাঁচ বছর ধরে মঙ্গলকোটের মঙ্গল তো উনিই করছেন। এখন মা মঙ্গলচণ্ডী যদি আশীর্বাদের হাতটি ওঁর মাথায় না রাখেন মন ভেঙে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এ জন্য জেলা পরিষদের টিকিট পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন উনি।

মঙ্গলকোটের ঘূর্ণি পিচ-এ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর স্নেহধন্য কেষ্টবাবুর ভোকাল টনিক যে কতটা কাজ করবে খুদরুনের মাঠে তৃণমূল কর্মীদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ এদিনকে কিন্তু সেই গ্যারান্টি দিতে পারল না।

তৃণমূল প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীও কথায় কথায় আপন পরিচয় ব্যক্ত করে বলে ফেলছেন, তাঁর সংগঠন জমিয়তে উলেমা। আর তিনি ওই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক। বিধানসভায় তাঁর দল স্বাধীনভাবে লড়বার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি বলেই তিনি এভাবে লড়ছেন।

বোঝা গেল পোড় খাওয়া সংগঠক সিদ্দিকুল্লা। মুখে বিজ্ঞের হাসিটি ফুটিয়ে মঙ্গলকোটের আবহাওয়ায় সিজনড্ হতে চাইছেন। নির্বাচনের মরশুমি হাওয়ায় 'মন্ত্রী' হওয়ার লোভেও গলা ঝেড়ে বক্তৃতা শেষে বলতে পারলেন না—'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' বা 'তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ'! যাইহোক কেষ্টবাবু কর্মিসভায় দলের সকলকে মান-অভিমান ভুলে কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আদা-জল খেয়ে তিনি নিজে সকাল সন্ধ্যে ছুটছেন প্রার্থীদের জেতাবার জন্য। এদিনের দলীয় সভায় জানা গেল যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে অন্তত ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রে জেতাবার স্বপ্ন দেখছেন।

মঙ্গলকোটের বর্তমান বিধায়ক সি পি আই(এম) দলের সাজাহান চৌধুরী এবারও প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর পিছনে রয়েছে বাম-গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটের বিপুল সমর্থন। পঞ্চায়েতে খেয়োখেয়ি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে সম্প্রতি তৃণমূল পরিচালিত মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় ৩ সি পি আই(এম) কর্মীকে ফাঁসানো হয়েছে। নির্বাচনের সুযোগে বিরোধী দলকে এইভাবে চাপে রেখে শাসক তৃণমূল ফায়দা তুলতে চাইছে। কিন্তু গ্রামীণ রাজনীতির এই চাপান-উতোর ভেস্তে দিয়েছে সি পি আই(এম)-কংগ্রেস জোটের হাওয়া। লাল পতাকার মিছিলে তেরঙা পতাকার যোগ অনেককে ধন্দে ফেললেও অভ্যস্ত চোখে বেমানান দৃশ্যটি স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসীর মন কেড়েছে। পাঁচ বছরের রুদ্ধশ্বাস জীবন তাই অর্গল মুক্ত হতে চাইছে যেন।

সময় সব কিছুকে বদলে দেয়—এমনই মন্তব্য প্রবীণ বামপন্থী মানুষদের। মিটিং মিছিলে প্রতিদিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দিকে দিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া সি পি আই(এম) দলীয় অফিসগুলির তালা খোলা হচ্ছে। সি পি আই(এম)-কংগ্রেস দলের কর্মী নেতারা একে অপরকে কমরেড বলে সম্বোধন করছেন। বিষয়টি অনেকের কাছে নতুন লাগলেও অনেক প্রবীণ মানুষকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে কংগ্রেসের ভিতরে থেকে কমিউনিস্টদের কাজ করার স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগের কারিগর বিনয় চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এইভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের অনেক সি পি আই(এম)-কংগ্রেস কর্মীর বাবা-কাকা-জ্যাঠা বা দাদু-দিদিমা-ঠাকুমারা এভাবেই প্রথম জীবনে স্বদেশী, তারপর কংগ্রেস এবং পরে কংগ্রেস ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ব্যাপারটাকে নতুন ভাবলে নতুন, আবার নতুন নয়! মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েও মানুষ দেখলেন মানুষের জোটের এই প্রার্থীরা একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মেলাচ্ছেন। স্বৈরাচারী শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে সকলেই এককাট্টা। আর শাসক তৃণমূল দল যে শুধু গুড়-চিনি-বাতাসায় চলে না, সম্প্রতি স্টিং অপারেশন তা চোখে আঙুল দিয়ে রাজ্যবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে। নেত্রীর কথায় আর চিঁড়ে ভিজছে না। নির্বাচন কমিশন-এর প্রতি প্রতিদিন তাই তীব্র হুঙ্কার ঘোষিত হচ্ছে। মানুষকে ভয়ও দেখানো হচ্ছে—ওরা তো মাত্র তিন দিনের অতিথি বলে। এবার কলকাতার বিবেকানন্দ উড়াল পুল ভেঙে পড়া বোধহয় শাসক তৃণমূল দলের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিল।

পাঁচ বছরে রাজ্যে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে, স্বৈরাচারী শাসনে রাজ্যবাসীকে বীতশ্রদ্ধ করে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়ে মেলা-উৎসব আর কাটমানির দৌলতে দিদি এখন এ রাজ্যে বিশাল সমাজবিরোধী দলের এক্ম অদ্বিতীয়ম্ দলনেত্রী। প্রতিদিন তাঁর দিশেহারা অসহায়তা তীব্রভাবে ফুটে উঠছে। একাই তিনি সাগর থেকে পাহাড় ছুটে বেড়াচ্ছেন। দলে তিনি যে একাই পোস্ট, বাকিরা সকলে ল্যাম্পপোস্ট—উক্তিটি প্রতিদিন প্রখরভাবে ফুটে উঠছে। অপরদিকে মানুষ নামছেন পথে। প্রতিদিন অনেক বেশি সংখ্যায়। প্রতিদিন বাম-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক শক্তি, শক্তি সঞ্চয় করছে, সক্রিয় হচ্ছে। সক্রিয়তা বাড়ছে, বাড়ছে কাজ করতে আসা মানুষের সংখ্যা। অভিজ্ঞতাটা একেবারে নতুন। সম্ভবত মানুষের চাহিদাকে এই প্রথম 'কুর্ণিশ' জনালেন বামপন্থীরা।

মনোনয়নপত্র পেশের পর দেখা গেল জোট মিছিলে আসা অতি উৎসাহীরা একটু কোমর দুলিয়ে হৈ হৈ করে নেচে উঠলেন। কারো কারো মন্তব্য ভেসে এল—ফলাফল ঘোষণার পর ১৯ মে বড় নাচ হবে। খুন-সন্ত্রাসের চাপ থেকে মুক্ত মানুষ এখন মুক্তির দিন গুনতে শুরু করেছেন। সকলেই চাইছেন রাজ্যের তথাকথিত এই পরিবর্তন থেকে পরিত্রাণ। উৎসাহী এক কিশোর হঠাৎ শ্লোগান দিয়ে উঠতেই সকলে তার সাথে গলা মিলিয়ে দিলেন—"কাস্তে হাতুড়ি হাত, দেবে গরম ভাত।" হৈ হৈ করে আবার সকলে নেচে উঠলো। 'গরম ভাত' 'গরম ভাত' বলতে বলতে।

সংখ্যালঘুদের শিবির চলাকালীন চত্বরের দখল নিল তৃণমূলীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ এপ্রিল : সংখ্যালঘুদের রক্তদান শিবির চলাকালীনই চত্বরের দখল নিয়ে জনসভার মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করে তৃণমূলিরা। এতে রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তারা আঘাত পান। একজন তো বলেই ফেললেন ওরা ধরাকে এখন সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার কালনার জিউধারায়।

কালনার একটি সংখ্যালঘু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিগত ১৬ বছর যাবৎ প্রতি বছরে এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে রক্তদান শিবির করে আসছে। সংখ্যালঘু মহিলারা পর্যন্ত এইদিন উৎসবের মেজাজে রক্তদান করেন। খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা থাকে। সামাজিক কাজের সাথে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ও করে থাকেন সংখ্যালঘুরা।

কিন্তু এবছর শিবির চলাকালীনই তৃণমূলিরা চত্বরের দখল নিয়ে মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু করে দেয়। তৃণমূলিরা জানায় আজ তাদের জনসভা আছে। এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা কোনো বিতর্কে না গেলেও ক্ষোভকে মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারেননি। রক্ত দিতে আসা একজন তো বলেই ফেললেন ওরা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

২৬৫ মেমারি বিধানসভা কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : পাঁচ বছর আগে মানুষ আরো উন্নত একটা কিছু পাবার আশা করেছিলেন। একটা পরিবর্তন চাইছিলেন। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটা জাগিয়ে তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশি কিছু ফড়ে শিল্পপতি এবং অবশ্যই কটি বিদেশি জ্যাঠামশাই রাষ্ট্রের সুনিপুণ ছক নির্ভর করে। অবশ্যই তাতে সাফল্য লাভ করলেন নেত্রী। এই ক'বছরেই মানুষ আশাহত। কথার ফুলঝুড়িতে মানুষকে বোঝানোর সর্বাত্মক প্রয়াস চালালেও মিথ্যার ফানুস ফেটে গেছে।

আমরা গিয়েছিলাম সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্য এলাকা মেমারিতে। ধান এবং আলু এখানকার প্রধান ফসল। ধানের দাম নেই, যদিও সরকার একটা দর বেঁধে দিয়েছে কিন্তু তার সুযোগ নিতে পেরেছেন গুটিকয় দলভুক্ত পরিবার, বাকিরা চালকল মালিকদের খপ্পরে। প্রতি বস্তায় (৬০ কেজি ধান) প্রায় দেড় শত টাকা লোকসান। এখনো অনেক গোলায় অবিক্রিত ধান রয়ে গেছে। এবার তো আমন ধান নষ্ট হয়েছে। জল না পাবার জন্য। সরকার শেষ সময়ে জানিয়ে দিল জল দেওয়া যাবে না। আলুও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত। চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অবস্থা দিনদিন শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ১০০ দিনের কাজ পাচ্ছেন বাছা বাছা তৃণমূল কর্মীরা, যারা মোটেও কায়িকশ্রম করেন না। ভুয়া মাস্টর রোল তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট হচ্ছে। আগে কো-অপারেটিভগুলি ধান কিনত কিন্তু তৃণমূল জমানায় কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা ধুঁকছে, সবই হিটলারি কায়দায় বেদখল। গোটা গ্রাম বাংলার সাথে মেমারির মানুষও সোচ্চার হচ্ছেন। ভয়ের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসছেন। প্রতিদিন বাম ও জোট প্রার্থীদের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। যেখানে মার্কসবাদীদের পার্টি অফিস দখল করে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল তার বেশ কটি আবার মেরামত করে খোলা হচ্ছে। যেমন দেখলাম রসুলপুর, উলারায় শত শত মানুষ লাল পতাকা নিয়ে আবারো অফিসগুলিকে চালু করেছেন। এখানকার জোট প্রার্থী সি পি আই(এম)-এর দেবাশিষ ঘোষ। সকাল বিকাল সন্ধ্যায় ভোটারদের কাছে পৌছাচ্ছেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে। অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছেন সমস্ত স্তরের লোকদের। কয়েকটি ক্যাম্প এলাকা বিজেপি প্রভাবমুক্ত হচ্ছে দ্রুত।

মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের নার্গিস বেগম। বাইরের লোক হবার জন্য স্থানীয়দের ক্ষোভ আছেই। তারপর গোষ্ঠীকোন্দল তো আছেই। সারদা, নারদা ইত্যাকার লুটপাটের ছবি প্রতিদিনই মানুষের মধ্যে তৃণমূলের প্রতি ঘৃণা ছড়াচ্ছে। নেতাদের অধিকাংশই কালোটাকার কারবারি। নির্বাচনেও ফ্ল্যাগ পোস্টারের ছয়লাপ।

ভয়কে জয় করেই মানুষ এবার বুথে যাবেন লোকায়ত এক উন্নত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে। এলাকার ভোটারদের সিংহ ভাগেরই এই অভিমত।

২৫৯ খণ্ডঘোষ তপশিলি কেন্দ্র

মোট প্রার্থী ৪ জন, মোট ভোটার - ২,১৯,৩৩৩ জন

মোট বুথ - ২৭১ টি।

২০১১ বিধানসভা ভোটের ফলাফল : সি পি আই(এম) - ৯৪,২৮৪,তৃণমূল - ৮১,১৩৭, কংগ্রেস(২০১৪) - ৩,৯৫৮, বিজেপি - ৫,৫০৫

এবারও মূল লড়াইয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থী অসীমা রায়ের সঙ্গে তৃণমূলের নবীন বাগ। এই নবীন বাগ তীব্র বামফ্রন্ট বিরোধী ঝড়ে সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী হিসাবে ২০১১ সালেও সতের হাজারের বেশি ভোটে জেতে। বর্ধমান জেলা বাম দুর্গের মধ্যে এটি একটি দুর্গ। স্বাভাবিকভাবেই সারা খণ্ডঘোষ বিধানসভা এলাকা জুড়ে কান পাতলেই একটাই আওয়াজ বেইমান নবীন বাগের ঠাঁই নেই এই মাটিতে। মেয়াদ ফুড়োবার আগেই টাকা এবং মন্ত্রিত্বের লোভে তৃণমূলের টিকিট নিয়েছেন। প্রচারে বেরিয়ে এখন বুঝছেন কত ধানে কত চাল। কথায় আছে কুপুত্র যদিও বা হয় কুমাতা কখনও হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পর পাশে ছিল বামপন্থীরা। মাস্টার ডিগ্রি পড়ায় সি পি আই(এম) দল। অভাবের সংসারে তিল তিল করে যে মা ছেলেকে কলেজে পড়িয়েছেন সেই ছেলে বেইমানের খাতায় নাম লেখাবে তা তাকে আজও কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। দ্বিতীয়বারের জন্য এম.এল.এ হওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে এখন হারে হারে টের পাচ্ছে। তার দলের কর্মীরা বেইমানের সঙ্গে ঘুরতে চাইছে না। বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে মানুষের। বাগের গ্রাম খণ্ডঘোষের অজয় বাগ জানালেন এই মাটি দক্ষিণ দামোদর নদীর উর্বর পলিমাটিতে আগাছাদের স্থান নেই। নবীন বাগের একমাত্র ভরসা সন্ত্রাস। ভোটলুটের ভরসায় দিন গুনছে তৃণমূল।

অন্যদিকে মানুষের জোটের প্রার্থী অসীমা রায় পুলিশ প্রশাসন এবং তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মানুষের স্রোত ভরসা যোগাচ্ছে অসীমা-কে। যে মহিলারা গতবার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দেখে উপুর করে ভোট দেয় এবার তারাই প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। একটাই তাদের আবেদন, নিজের ভোট নিজে দিতে পারবে তো?

অন্যদিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ তৃণমূলের খুন হয়ে যাওয়া পরিবারগুলি দিদির বিচার না পেয়ে ভোটবাক্সেই তার জবাব দিতে চাইছে। পরিবর্তনের পর বালির দখল নিয়ে খণ্ডঘোষে প্রশাসনের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে—তার লড়াই চলে। এতেই ২১ জুন, ২০১৫ খুন হয় একই গ্রামের রমজান সেখ, জামালউদ্দিন এবং আইনাল লায়েক। তাদের খুনি মোয়াজ্জেমকে জায়গা দিচ্ছেন সভাপতি। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাকে জামিনে মুক্ত করেছেন। চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে খুনিরা। বিগত সরকারের আমলে শান্তিতে বসবাস করেছে। তাই খুনিদের শাস্তি পেতে আবার বদল চাইছে। সব মিলিয়ে বামপন্থী ঘাঁটি আবার জোট প্রার্থীকে জেতাতে তৈরি।

সি পি আই(এম)-এর কার্যালয় খুললো রসুলপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৬ এপ্রিল : রসুলপুর বাজার জি টি রোডের ধারে সি পি আই(এম) পার্টি অফিসটি ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্ধ করে দেয়। হুমকি দেয় সি পি আই(এম)-এর মিটিং-মিছিল করা যাবে না। সি পি আই(এম)-র নেতা কর্মীদের রসুলপুর বাজারে চায়ের দোকানে চা খাওয়া যাবে না। এইভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এদিন এলাকার মেহনতি মানুষদের সাথে নিয়ে সেই পার্টি অফিসটি খোলা হল। ২০১২ সালে আর একটি ঘটনায় বন্ধ থাকা পার্টি অফিসটি আগুন লাগিয়ে সমস্ত নথিপত্র, আলমারি পুড়িয়ে দিয়েছিল তৃণমূলিরা। পুড়ে যাওয়া বন্ধ অফিসটি বুধবার নতুন করে উদ্বোধন করলেন এলাকার প্রবীণ নেতা মহম্মদ আলি। ব্যাপক মানুষ জমায়েত হন। আবার লাল পতাকা তোলা হল। উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি আই(এম) প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষ, স্বপন সেনগুপ্ত, ভবানী ব্যানার্জী, শিবাজী রায়, সুব্রত চ্যাটার্জী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নিমো থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল আসে, অফিসের উদ্বোধনের পর রসুলপুর বাজারে একটি জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন পার্টি নেতা সমর ঘোষ। মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রসুলপুর নয় সারা রাজ্যের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ জোট বেঁধেছে। এই কেন্দ্রের বাম-গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থী সি পি আই(এম)-এর দেবাশিষ ঘোষকে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দিদির বোধ হয় এবারে আর নবান্নে যাওয়া হবে না। দিদি বলেছেন ৬৮ লক্ষ বেকারের চাকরি দিয়েছেন রাজ্যে ৭৭ হাজার বুথ আছে। তাহলে প্রতি বুথে ৮৮ জনের চাকরি হয়। রসুলপুরের একজন বেকার পেয়েছেন কি চাকরি? রেশনব্যবস্থা বেহাল। এককোটি বাহান্ন লক্ষ মানুষের নাম রেশন ব্যবস্থা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কৃষকের ফসলের কোনো দাম নেই। কৃষক আত্মহত্যা করছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বপন সেনগুপ্ত। এদিন সকালে মেমারি বিধানসভার প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষের সমর্থনে পালসিট স্টেশন বাজার থেকে মিছিল হয় নতুনপল্লী পর্যন্ত।

জোট প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল পূর্বস্থলীতে

পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের প্রচার মিছিলে বামফ্রন্ট প্রার্থী প্রদীপ সাহা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৭ এপ্রিল : তৃণমূলের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন, প্রতারণার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য বাম গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে আজ সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী-২নং লোকাল কমিটির অন্তর্গত কালেখাঁতলা ২নং শাখা কমিটি এবং পীলা শাখা কমিটির উদ্যোগে দুটি নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলি নওপাড়া বাজারে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটের সি পি আই(এম) প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহার সমর্থনে এদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী-২নং লোকাল কমিটির সদস্য মহিলা নেত্রী বাসন্তী কুরি। সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত বাগচি, সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, জোট প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহা, যুব আন্দোলনের নেতা বীরেশ্বর নন্দী প্রমুখ।

এদিন মিছিল ও সভা প্রচারে ব্যাপক মানুষ লাল ঝাণ্ডা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ঝাউডাঙা, হালতিচড়া, রুদ্রগঙ্গা, গঙ্গাপুর, নতুন দানপান, পীলা, হালদিপাড়া, নওপাড়া গ্রামে জোট প্রার্থী প্রদীপকুমারকে নিয়ে এদিন সকাল থেকে বিরাট প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কমাতেই বামপ্রার্থীকে জেতাবে কালনার কৃষক

আলেক শেখ, কালনা, ৫ এপ্রিল : বর্ধমান জেলা বাংলার ভাতঘর, জেলাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে বলা হয় শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চল। জেলার মোট ২৫টি আসনের মধ্যে ১৬টিকে নিয়ে কৃষি অঞ্চল এবং বাকি ৯টি নিয়ে শিল্পাঞ্চল। কৃষি অঞ্চলের আসনগুলির মধ্যে কালনা বিধানসভা আসনটি অন্যতম। এই আসনটি গঠিত হয়েছে কালনা শহর, কালনা-১নং ব্লকের তিনটি এবং কালনা-২ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে। অধিকাংশ মানুষের জীবিকা হচ্ছে কৃষি। কিন্তু সেই কৃষি চরম আক্রমণের মুখে। ফসলের দাম নেই। সার-বীজ সহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিতে দিন দিন উৎপাদন খরচ বাড়ছে। ফলে চাষে লাভ তো হচ্ছেই না, প্রতিনিয়ত লোকসানের মধ্যে পড়ে কৃষকরা দেনার দায়ে ডুবে যাচ্ছেন। দেনার চাপ নিতে না পেরে কালনার প্রায় কুড়িজন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করা কৃষক কোনো ক্ষতিপূরণ তো পায়ইনি, উপরন্তু তাদের কপালে জুটেছে মাতালের তকমা।

কৃষির এই চরম সংকটের মধ্যে কালনার কৃষকদের জীবনে নেমে এসেছে আর একটি সংকট। সেটি হল মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জমি হারানোর সংকট। কালনার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। এই নদীর পাড় বরাবর গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইটভাটা। এই ভাটাগুলির প্রধান কাঁচামাল হিসাবে লাগে মাটি। এই মাটি সরবরাহ করার পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে মাটি মাফিয়া নামক এক নতুন সমাজের। এদের দৌরাত্ম্যে রাস্তা-ঘাট, নদীপাড়ের মাটি ইতিমধ্যেই সব শেষ। এখন হাত পড়েছে কৃষকদের সোনা জমিতে। মাটি মাফিয়ারা বর্তমান শাসকদলের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু হয়ে উঠেছে। সেই বাবু গরিব উপেনকে ঔদ্ধত্বের সাথে বলেছিলেন— ''করেছি বাগানখানা, পেলে দুই বিঘে, সমান হবেই টানা। ওটা দিতে হবে।'' কালনার মাটি মাফিয়ারাও সেই সুরেই বলেন, মাটির প্রয়োজন, জমি ছাড়তেই হবে। ভালোভাবে দিলে ভালো, তা না হলে রাতের অন্ধকারে ফসল সমতে জমির মাটি লুট হয়ে যাবে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কারণ শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সেই ক্ষমতা কোথায় প্রশাসনের। সেই জন্যই তো কালনা মহকুমা শাসকের বাংলো, আদালতের সামনে থেকে দিনের বেলায় মাটি লুট হলেও কেউ বলার নেই।

তাই কালনার কৃষককুল এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতেই পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে যে ভুল তাঁরা করেছিলেন, সেই ভুলের সংশোধন করতে চান এই নির্বাচনে। কালনা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী এবার হয়েছেন সুকুলচন্দ্র শিকদার। খুবই পরিচিত মানুষ হলেও তিনি প্রতিদিনই কর্মসূচি নিচ্ছেন। আর তাতে তিনি সাড়াও পাচ্ছেন। তাই এবার বামপ্রার্থীর জয় যে নিশ্চিত তা বহু তৃণমূল সমর্থকও বলে ফেলছেন।

এ কোন পথে চলেছি আমরা ?

ননী রায়

নির্লজ্জতার সীমাও অতিক্রান্ত হচ্ছে। শাসকদল সমস্ত গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধকে তছনছ করছে। সাদা-কালোর ফারাককে গুলিয়ে দিতে চাইছে। সত্য-অসত্যের ভেদাভেদকে মিটিয়ে দিতে চাইছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ যে সব সূক্ষ্ম মানবীয় বোধ নিয়ে এগিয়েছে সেই বোধগুলিকেও ধুলিসাৎ করতে চাইছে। চোর-জোচ্চোর-বাটপাররা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাদের হয়ে সাফাই গাইছেন। আদালতের রায় দোষী সাব্যস্ত কেউ ক্লিনচিট দিতে পিছপা হচ্ছে না। তাহলে কেষ্ট-বিষ্টুরা আর কি দোষ করছে। সারদা কাণ্ডে রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক থেকে প্রাক্তন আমলা অনেকেরই নাম জড়িয়েছে। শুধু তাই নয়। কেউ জেলে কেউ বেলে। নারদ স্ট্রিং অপারেশনে মন্ত্রী, সাংসদ বিধায়ক থেকে পর্দস্ত পুলিশ কর্তাকে দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্যে খোশ মেজাজে গল্প করতে করতে টাকা নিতে। ছবি জালিয়াতির তত্ত্ব যখন খারিজ হয়ে যাচ্ছে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যাচ্ছে না। প্রলেপে প্রলাপ বাড়ছে—সততা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর সেই মুহূর্তেই দলীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করলেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেটা তাদের দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দল তদন্ত কমিটি গড়ে তাদের সদস্যদের ক্লিনচিট দিতেই পারে। মাসখানেক আগে এই স্টিং ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আসে। সেদিন থেকে শাসকদলের বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন রকম উবাচ, আখেরে ফুটেজের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করছে। দল তদন্ত করে তাদের সাজা দিতে পারে কিন্তু প্রশ্ন এখানে উঠছে জনপ্রতিনিধি ও পদস্থ পুলিশ কর্তাকে নিয়ে সে সরকারের ভূমিকা কী? সরকার কি কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নিতে পারে না? পুলিশের পদস্থ আধিকারিকের কী হবে। তিনি একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। তাঁর বিরুদ্ধে কি কোনো বিভাগীয় তদন্ত হবে না? তাঁর বিরুদ্ধে সরকার কি কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেবে না? আসলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এইসব জনপ্রতিনিধিদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। সদাচার নয়-কদাচারই প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠছে। রাজনীতি সমাজনীতির ন্যায়-বিচার নয়, ভ্রষ্টাচারই প্রশাসনের মূলমন্ত্র এমনই ইঙ্গিত মিলছে। তাহলে কী হবে আমাদের সমাজ জাতি দেশ রাষ্ট্রের? রাজ্যের প্রধান প্রশাসককেই চোর-জোচ্চোর-দুর্নীতিগ্রস্তদের সাফাই গাইতে হচ্ছে জোর গলায়। কোন দিকে যাচ্ছি আমরা? প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক থেকে একাংশ শাসকদলের জনপ্রতিনিধি শুরু করে কেষ্ট-বিষ্টুরা সকলেই এই লুটের রাজত্বে বখড়ার অংশীদার। পুলিশের একাংশও যুক্ত হয়েছে এই অপকর্মের অশুভ আঁতাতে।

ব্যাপক মানুষের জোট গড়ে উঠছে। শাসকদল মরিয়া তাদের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। সমস্তরকম দুষ্কৃতী অশুভ শক্তিকে যুক্ত করছে নৈরাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে। আখেরে এই নৈরাজ্য লাভ তো দুষ্কৃতীদেরই। তবে কোনোদিনই অশুভ শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনেও এই অশুভ শক্তি পরাস্ত হবে। জয়ী হবে মানুষের ঐক্যের জোট। জাগ্রত বিবেক সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

কালনায় দুটি জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ এপ্রিল : কালনা ও মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের দুই বামপ্রার্থীর সমর্থনে মাতিশ্বর বাজার এবং নিভুজীবাজারে দুটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দু'টিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাইদুল হক, উদয় শঙ্কর সরকার, তাপস চ্যাটার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী, কালনার বামপ্রার্থী সুকুল শিকদার প্রমুখ। মাতিশ্বর বাজারে করুণা ভট্টাচার্য এবং নিভুজীবাজারে শ্যামল পাল সভাপতিত্ব করেন। বক্তারা বলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জ্যোতি বসুর বাংলার বর্তমান নেতা মন্ত্রীরা ঘুষ খাচ্ছে। সেই ছবি সারা দেশের মানুষ দেখছে। এই লজ্জা ঢাকার জায়গা কোথায়? কলকাতায় উড়ালপুল ভেঙে মানুষের জীবন গেছে। লোহাচোর নেতাকে মঞ্চে তুলে মুখ্যমন্ত্রী তাকে 'বেচারা' বলে তোয়াজ করছে। এই রাজ্যটাকে লোহা চোর, চন্দনকাঠ চোরদের স্বর্গরাজ্য বানাতে চায়। তবে এ রাজ্যের মানুষ ওদের আর সে সুযোগ দেবে না। ওদের বিদায় বাজনা বাজিয়ে দিয়েছে। তাই বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রার্থীদের প্রতিটি কর্মসূচিতে প্রতিনিয়ত জনসমাগম বাড়ছে। আজকের মাতিশ্বর বাজারের এই জনসভা তার নজির। এতো মানুষ এসেছে যে, সভাস্থলে তাদের জায়গা হচ্ছে না।

বর্ধমান জেলা কোল্ড স্টোরেজ শ্রমিক ইউনিয়ন-এর কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ এপ্রিল : বর্ধমান জেলা কোল্ড স্টোরেজ শ্রমিক ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে জেলার সকল হিমঘরের শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি নির্বাচনী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৬৫ জন শ্রমিক প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। কনভেনশনের শুরুতে কলকাতায় ভেঙে পড়া বিবেকানন্দ সেতুতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কনভেনশনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মূল বক্তা ছিলেন সুকান্ত কোঙার। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি পরেশ দে, শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সম্পাদক অপল মাজি। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পরেশ দে।

মানুষের ঢল বুথে বুথে

—প্রথম পাতার পর

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে কর্মরত একজন ভোটকর্মী পরিমল বাউরি স্ট্রোকে মারা গেছেন বলে সংবাদসূত্রে খবর।

জামুড়িয়া অবিনাশ বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রে তৃণমূলের দুষ্কৃতী দিলদার হোসেনের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী সিপিআই(এম)-এর দুজন পোলিং এজেন্টকে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দেয়। দুই ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার হয় এখান থেকে। কুলটিতে বোমার ভয় দেখিয়ে ভোটারদের শুধু ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়নি তা নয় রানিগঞ্জের একটি ভোটকেন্দ্রে শাসক দল তৃণমূলের লোহা-চোর সোহরাব আলি প্রবেশ করে ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা করে। ওই বুথের প্রিজাইডিং অফিসারকে অভিযোগের পরে অপসারিত করা হয়।

কাজী নজরুলের জন্মভিটা চুরুলিয়া গ্রামে সিপিআই(এম)-এর কোনো পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি। বিরোধী পক্ষের কোনো এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি। পাণ্ডবেশ্বর ভোটকেন্দ্রের চারটি বুথের মধ্যে আছে মাদারবণি, চন্দ্রডাঙ্গা, লস্করবাঁধ প্রভৃতি কোলিয়ারি এলাকার বুথগুলিতে পোলিং এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি। তবুও এখনও পর্যন্ত ভোট শান্তিপূর্ণ বলেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

মানুষের জোট জিতবে

—প্রথম পাতার পর

মিশ্র বলেন, দিদিমণি জঙ্গলমহলে পথ হারিয়েছেন। ১৮টি আসনের অধিকাংশই দখলে আসছে। জনসভাগুলিতে আমাদের কর্মীসভার মতো লোক হচ্ছে। হেলিকপ্টার দেখতে লোকের ভিড়। ঘুসের টাকায় হেলিকপ্টার চাপছেন। সারদা, নারদা কোনটার বিচার হয়নি। দিদিভাই, মোদিভাই সেটিং করে সি বি আই আটকানো হয়েছে। সি বি আই কান টানছে না। আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেব। কানকেই টানবো।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী, মেহেবুব আলম, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, শহিদ প্রদীপ তা-র স্ত্রী চিত্রলেখা তা এবং দুই প্রার্থী।

নির্বাচনের ছায়া

—প্রথম পাতার পর

কষছে। এমনকি বেপরোয়াভাবে তৃণমূল নেতৃত্বের এক অংশ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কমিশন থেকে প্রশাসনকে সজাগ থেকে মানুষকে শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু ভোটদানের ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানানো হয়।

তাঁরা দাবি করেন বাসস্থান থেকে বুথ পর্যন্ত ভোট দান নিশ্চিত করতে হবে। কোনোরকম অশান্তি হলে তার দায় কমিশনের ওপর বর্তাবে। শাসক দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ওদের রাজনীতি শেষ। এখন টাকাই ওদের ভরসা। এতদসত্ত্বেও আমাদের কর্মীরা এবং মানুষের জোট সজাগ। ভোট লুট আটকাবোই।

মেমারির বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীর সমর্থনে মহামিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ এপ্রিল : মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষের সমর্থনে সাজিনা গ্রাম থেকে একটি মহামিছিল বের হয়। জয়রামপুর, মণ্ডলজোনা, কাশিরামপুর, পূর্ব গন্তার, গন্তার শংকরপুর হয়ে মগরায় মহামিছিল শেষ হয়। হাজার হাজার মানুষের মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন সি পি আই(এম) জোল সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম কোঙার, প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষ, সুশিল ঘোষ, মণিরুল ইসলাম, আব্দুল গফফার, নিতাই দত্ত, ছায়া রুইদাস, মমতা বাগ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। গ্রামের রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে মিছিলে আসা মানুষদের মাথায় ফুল ছড়িয়ে অভিনন্দন জানান। মিছিল থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারকে হটানোর ডাক দেওয়া হয়। মিছিল যত এগিয়েছে মিছিলের লাইন তত লম্বা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও সর্বস্তরের মহিলা পুরুষ এই মহা মিছিলে পা মেলান। পাঁচ বছর পর এই অঞ্চলে এত বড় মিছিল হল। মহামিছিলে হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ভোট লুট রুখে লুটেরাদের শাস্তি দিতে হবে।

ভোটের ছড়া

নলিনীরঞ্জন সরকার

সেল সেল সেল
মন্ত্রী গেল জেল
সততা সেল সম্মান সেল
পেল না নেতা বেল।

২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ

—প্রথম পাতার পর

অলিগলি ছয়লাপ। বহুরঙা দেওয়াল লিখনে ভর্তি দেওয়াল। প্রয়োজনের বেশি লেখা প্রচার।

বিজেপি একটু দেরিতে প্রচারে নেমেছে। গত লোকসভায় মোদি হাওয়ায় দ্বিতীয় স্থানে এসেছিল বিজেপি। কিন্তু কোনো সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকায় ওরা সেটা ধরে রাখতে পারেনি। তারপরেও দিদি ও মোদি ফ্যাক্টর কাজ করছে কি খানিকটা? আচ্ছে দিনের অবস্থা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মানুষেরা। সমস্ত মুদিখানার জিনিসের দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

শহরের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের রাশ আলগা হচ্ছে বেশ কিছু জায়গায়। সংখ্যালঘুরাও বুঝেছেন তাদেরকে ভাওতা দেওয়া হয়েছে। তারাও আজ একটি গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। আইনুল হকের জয় অবশ্যই হবে মনে করেন সেফলাজিস্টরা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৬৮০ সালের ৩ এপ্রিল, রায়গড় দুর্গে, জন্ম ১০-০৪-১৬২৭; ২। ১৮৫৭ সালের ৩ এপ্রিল; ৩। ভারতের স্কোয়াড্রন লিভার রাকেশ শর্মা ১৯৮৪ সালের ৩ এপ্রিল, সোভিয়েত রাশিয়ার কাজখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে; ৪। ১৯৩৪ সালের ৪ এপ্রিল, তাঁর মাতুলালয় নৈহাটির কাছে মাদরাল গ্রামে, মৃত্যু - ৯-০২-২০১০; ৫। জাপানের আকাশি কাইকিও (পার্লব্রিজ), ১৯৯১ মিটার, ১৯৯৮ সালের ৫ এপ্রিল; ৬। ব্যারণ পিয়ের দ্য কুবের্তাইন (ফরাসি), ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল, গ্রিসের রাজা প্রথম জর্জ; ৭। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল, ১৯৫০ সাল থেকে; ৮। ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল, ব্যারাকপুরে একটি অশ্বত্থ গাছে, জন্ম ১৯-০৭-১৮২৯; ৯। ২০০৬ সালের ৮ এপ্রিল, জন্ম ২-২-১৯২৯ সিউড়িতে; ১০। ১৯১৮ সালের ৯ এপ্রিল, আমেরিকায়, মৃত্যু - ২৭-১-১৯৭৬; ১১। এশিয়া মহাদেশে, ১৯১১ সালের ৯ এপ্রিল, টিবিলিসি; ১২। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

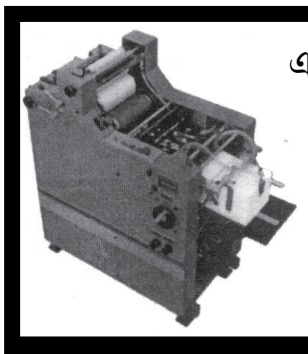

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

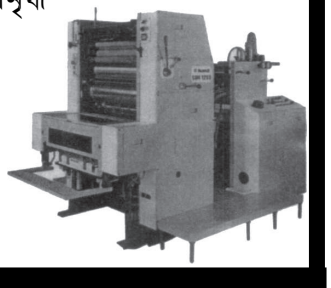

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা